দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 7 JUN 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ...1... ...

৬ দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

নতুন শিক্ষা কমিশন ও আমাদের শিক্ষা

মুহাম্মদ আলমগীর

বর্তমান সরকার একটি শিক্ষা-কমিশন গঠন করেছেন। এই শিক্ষা-কমিশন প্রাথমিক স্তর হতে আমাদের দেশের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে রিপোর্ট পেশ করবেন। বিশেষ করে জাতি হিসেবে এই কমিশন আমাদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা সংস্কারের দিক নির্দেশনা দেবেন বলে আমরা একান্তভাবে আশা পোষণ করছি। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, সরকারের এ উদ্দেশ্য যুগপৎ প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী হয়েছে। কারণ পাকিস্তান আমল হতে এ পর্যন্ত ডজন খানেক শিক্ষা-কমিশনের বহু সুপারিশ ও এসব সুপারিশ মানার আংশিক বাস্তবায়ন দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ডঃ কুদরত-এ-খোদার "শিক্ষা-কমিশন" দেশবাসী প্রত্যক্ষ করে আশাহত হয়েছে বেশী। এই কমিশন শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে যে ৪টি দর্শন ও আদর্শের ওকালতি করেছে তা শুধু 'কিম্ভূত কিমাকার'ই নয়; বরং জাতির কর্ণধার হিসেবে আমাদের উচ্চ শিক্ষিতজন চিন্তার ক্ষেত্রে যে কী চরম অযোগ্যতা বা দ্বন্দ্বে ভুগছেন এরও একটি নৈরাশ্যজনক প্রমাণ। যেমন জাতির আদর্শ হিসেবে (১) জাতীয়তাবাদ, (২) সমাজতন্ত্র, (৩) গণতন্ত্র ও (৪) ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদের ভিত্তিতে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার সুপারিশ জানানো হয়েছে কুদরত-এ-খোদা কমিশনে। অথচ এই ৪টি আদর্শের একটিও অপরটির পরিপূরক বা সহায়ক নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ৪টি দর্শন পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ও অনেক ক্ষেত্রে চরম সংঘর্ষমুখী। বিশ্বের কোথাও এহেন বিপরীত ও সংঘর্ষমুখী ৪টি আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা তথা জাতীয় আদর্শের নজির আছে কি-না তা আমাদের জানা নেই। তাই বিপুল সময় ও অর্থ ব্যয় করে কুদরত-এ-খোদার শিক্ষা-কমিশন যে সত্যটি আমাদের সমানে তুলে ধরেছেন তা আমাদের চিন্তা-নায়ক ও বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের জাতীয় দৃষ্টিকোণ হতে আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান-রাজ্যের দৈন্য ও দেউলিয়াপনা বই অন্যকিছু নয় বললে অত্যুক্তি হবে না।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত। সুতরাং এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে কেন্দ্র করে এদেশের শিক্ষা, দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার কি ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাতের প্রয়াস পাচ্ছি এই প্রবন্ধে।

শিক্ষা মানুষের জন্যে। সুতরাং শিক্ষা জগতে মানুষের সংজ্ঞা ও পরিচয়ের পুনর্মূল্যায়ন হওয়া অত্যাবশ্যক। মানুষকে বর্তমান তথাকথিত সভ্য সমাজ Rational animal বলে আখ্যায়িত করেছে। অথচ মানুষ যে Morality বা নৈতিকতা বলতে অমূল্য সম্পদ রয়েছে; যার জন্যে মানুষ, পশু ও ইতর প্রাণী হতে পৃথক হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে এর স্বীকৃতি 'ভিত্তি' হিসেবে বর্তমান শিক্ষায় নেই বললেই চলে। ফলে আধুনিক শিক্ষায় মানুষ যত শিক্ষিত হচ্ছে ততই সে তার Quality ও Quintity এর কলা কৌশল অবলম্বন করে গোটা বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস পাচ্ছে বেপরোয়াভাবে। 'প্লেন' হাইজ্যাক থেকে শুরু করে শ্লীলতা হানি, শেষে নারী হত্যা ও এসিড নিক্ষেপের আতংকে আজ নিরীহ মানুষ সশংকিত। এই দৃষ্টিতে শিক্ষার জন্যে "মানুষের পরিচয়" "Moral Being" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ "Man is a ratianal animal"-এর সংজ্ঞা টুকুকে Man is basically a moral being-এ পরিণত করে মানুষ ও মানবতার উৎকর্ষ সাধানে ব্রতী হওয়ার চেষ্টাই শিক্ষা-কমিশনের প্রথম কাজ হওয়া উচিত বা শিক্ষার Coreবা মূল হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য এই দেশের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠদের ইতিহাস, ধর্ম ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও স্ফুরণে নির্ণীত হওয়া যে অত্যাবশ্যক তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই গণতান্ত্রিক ও বাস্তব সত্যটুকু অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সাথে গাদ্দারী করা। অন্যকথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের মানুষ মুসলমান হওয়ায় এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মের প্রাণকেন্দ্র 'ইসলাম'। নিছক ধর্ম অর্থে নয়, বরং গোটা জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নার্থে ইসলাম-কে ভিত্তি করে এদেশের জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করা অত্যাবশ্যক। এভাবে স্থিরকৃত জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষা-কমিশন বাংলাদেশের শিক্ষা-রিপোর্ট প্রণয়নে যোগ্যতা ও প্রশংসার স্বাক্ষর রাখবেন—এটাই জাতি একান্তভাবে আশা করে।

এভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল খুঁজতে হয়

শিক্ষামূলতঃ আত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত হওয়ার কথা। দেহের উপর আত্মায় বিজয় তথা বস্তু জগতকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় বোধে পরিচালিত করার ও উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষাদানই হচ্ছে শিক্ষার প্রকৃত প্রাণ। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্রবান মানুষই সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর দুনিয়াতে রেখে যান। এদৃষ্টিতে দেহ অপেক্ষা আত্মার উৎকর্ষ সাধনে বিশিষ্ট মহাপুরুষরাই যুগে যুগে জন্ম দিয়েছেন কল্যাণকর সভ্যতা ও সংস্কৃতির। সুতরাং শিক্ষাকে প্রধানতঃ Job Orientedকরার যে তীব্র প্রচেষ্টা অধুনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে অথবা বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক করার যে প্রবণতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে এর সাথে আত্মার উৎকর্ষ সাধনের প্রশস্ত কর্মসূচী না থাকলে বিশ্বে আবির্ভাব ঘটবে হিটলার মুসলিনীর মতো ডিক্টেটরের। জন্ম নেবে 'ইমদু' চরিত্র অগুণতি। 'নাপাম-বোমা' থেকে শুরু করে 'হাতবোমা' নিক্ষেপের কাজে বর্তমানে অহরহ যারা নিয়োজিত রয়েছে তারা সবাই বর্তমান শিক্ষার বিষ-ফল সমাজ বৃক্ষের মাকাল-ফল সদৃশ। তাই শিক্ষা-কমিশনের এ সত্যটুকু স্মরণ রাখা উচিত যে, দেহের সাথে আত্মার যেরূপ অবিভাজ্য অথচ ভারসাম্য-সম্পর্ক বিদ্যমান, তেমনি বর্তমান শিক্ষায় বস্তুতান্ত্রিকতার সাথে সাথে নৈতিকতা তথা ধর্মীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণ যেন লোপ না পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ Man Can not live by bread alone শুধু রুটি রোজগারের জন্যেই পৃথিবীতে মানুষের আগমন ঘটেনি। নৈতিক সত্তার ভিত্তি-ই হচ্ছে তার জীবন ও সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি ও শান্তির উৎস। আর একটি কথা, বাংলাদেশ একটি জাতির স্বতন্ত্র আবাসভূমি। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, এদেশে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি অপেক্ষা বিভেদ সৃষ্টির জন্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়োজিত রয়েছে। এক দেশ হিসেবে এদেশে মোটামুটিভাবে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছেঃ

১। বাংলা মাধ্যম সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
২। ইংরেজী প্রিয় কিণ্ডার গার্টেন ও বিদেশী মিশনারী স্কুল।
৩। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

লক্ষ্যণীয়, এই তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার বিষয় বস্তু, শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বহুলাংশে শুধু বৈসাদৃশ্যমূলকই নয়, বরং কোথাও কোথাও চরমভাবে সংঘর্ষমুখী। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলেও শোনা যায়। উক্ত আলোকের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা-কমিশনের নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব হচ্ছে দেশব্যাপী জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বিদেশী মিশনারী স্কুলসমূহকে অবিলম্বে দৃঢ় ও সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। মানুষের জন্ম কেন? কে তার স্রষ্টা? দুনিয়াতে তার আগমন কি উদ্দেশ্যে ঘটেছে, স্রষ্টা ও দুনিয়ায় অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার জীবন-সম্পর্ক কি ধরনের? এই সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে প্রদানের লক্ষ্যেই শিক্ষার দর্শন, বিষয়বস্তু, পরিবেশ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নিরূপিত হওয়া উচিত। অন্যকথায় সংক্ষেপেঃ

(১) মানুষ হিসেবে আমাদের সত্তা ও পরিচয় কি?
(২) জাতি হিসেবে আমাদের সত্তা ও লক্ষ্য কি?
(৩) উক্ত দু'টো প্রশ্নের সঠিক উত্তর তথা বিষয় বস্তুর ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষার সত্তা ও লক্ষ্য কি?
(৪) এই নির্ণীত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কি কি বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?
এবং (৫) এই পদক্ষেপ গ্রহণে অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ ও পরিবেশ কি কি রয়েছে?

এসব প্রশ্নের যথার্থ অনুসন্ধান ও এর ভিত্তিতে বাস্তব পথ-নির্দেশ প্রদান করা হবে শিক্ষা-কমিশনের সামগ্রিক দায়িত্ব। অতীতের শিক্ষা-কমিশনগুলোর দ্বারা সৃষ্ট অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও সঠিক সত্য উদ্‌ঘাটনে অযোগ্যতা বা দুর্বলতার গ্লানি যেন জাতিকে আর বইতে না হয়, বর্তমান শিক্ষা-কমিশনের নিকট হতে জাতি এই পানাহ চায়। উপসংহারে মনে পড়লো কয়েকটি কথা।

প্রথম কথাটি হচ্ছেঃ "The destiny of a nation is being shaped in the class room"— শ্রেণী কক্ষেই জাতির ভাগ্য বিরচিত হয়।

দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছেঃ Education is for all সবার জন্যে শিক্ষা বা দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রাকৃতিক আলো-হওয়া-পানি উপভোগ করার মত শিক্ষা গ্রহণের অবাধ অধিকার রয়েছে এবং তৃতীয়তঃ কবি ইকবালের কথায়, "Every man has the birth right to Know God" আল্লাহর পরিচয়লাভ করা প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত অধিকার।

এই তিনটি সার কথার উপর দৃষ্টি রেখে বাংলাদেশের শিক্ষার জাতীয় রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে নতুন শিক্ষা-কমিশন সাফল্যের স্বাক্ষর রাখবেন— এটাই শিক্ষার দৃষ্টিকোণ হতে বিভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার জাতির একান্ত কামনা।